ভোরের কাগজ

নকলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ কাল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

বসবে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে ভিডিও ক্যামেরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : নকলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণার মধ্য দিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সারা দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (এইচএসসি) শুরু হতে যাচ্ছে। ৯টি বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬ হাজার ৬৯০টি কলেজ ও মাদ্রাসার মোট ৭ লাখ ১৬ হাজার ৬৩৭ জন পরীক্ষার্থী ১ হাজার ৪৮৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে।

প্রথমবারের মতো এবার পরীক্ষা কেন্দ্রের কাছে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া নকল প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে প্রথমবারের মতো ভিডিও ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে।

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৫৭২ জন পরীক্ষার্থী, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে (ট্রেড কোর্স,

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নকলের বিরুদ্ধে কঠোর

● প্রথম পাতার পর ভোকেশনাল) ২৮ হাজার ৮০০ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় মোট ১ লাখ ২ হাজার ২৬৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

এদিকে নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কঠোর মনোভাবের কথা ব্যক্ত করে এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারির পূর্বেকার নিয়ম ছাড়াও কর্তৃপক্ষ এবার নকল প্রতিরোধে নতুন কয়েকটি বিষয় সংযোগ করেছে।

নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৪ দফার সুপারিশমালা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নকল প্রতিরোধে নতুন গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে অবৈধ অস্ত্র বহনের অপরাধীদের মতো এবার নকল বহনকারী পরীক্ষার্থীকে সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করা হবে। নকল ফেলে দেওয়ার জন্য পূর্বের মতো এবার ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দেওয়া হবে না।

সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কোনোও পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল অনুষ্ঠান বা অনিয়মের রিপোর্ট পাওয়া গেলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও সে সব কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্র সচিব ছাড়া এবার কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রেই কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না।

জেলা প্রশাসন মনোনীত ব্যক্তিরা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক বা ছাত্র সংগঠনের নেতা, সমাজকর্মী, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক নকল ধরতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষককে বহিষ্কার করা হবে। এমনকি ঐ পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং এমপিও বাতিল করা হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কোনো পিয়ন, দপ্তরি বা আয়া এমনকি পরীক্ষার্থীদের পানি খাওয়াতেও ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। কেবল পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র সংযুক্তির জন্য আধ ঘন্টা পূর্বে তারা কেন্দ্রে প্রবেশ করবে। নকল প্রতিরোধে এবার ১৯৮০ সালের আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে।

কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে দেদার নকল অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন বাজেট এবং এমপিও বাতিল করা হবে।